30-3-34

চরিত্র

মিঃ সাবিত্রী রায়	...	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী
মিসেস্ তারিণী রায়	...	শ্রীমতী ইন্দুবালা
বেবী রায়	...	শ্রীমতী মলিনা
বন্ধু	...	শ্রীঅহিভূষণ সান্যাল
উড়ে চাকর	...	শ্রীচানী দত্ত
মিঃ যমরাজ	...	শ্রীললিত মিত্র
মিসেস্ যম	...	শ্রীমতী তারাসুন্দরী
মাষ্টার যম	...	মাষ্টার মানু
ডাক্তার ও যমদূত	...	শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য্য
চিত্রগুপ্ত	...	শ্রীললিত সেন
কলেজ ডাক্তার	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু

পরিচালক	...	ধীরেন গাঙ্গুলী
চিত্রশিল্পী	...	ইউসুফ মুলজী
শব্দযন্ত্রী	...	মুকুল বসু

এক্সকিউজ মি স্যর

ইংরেজী স্কুলে বি-এল-এ (Bla) ব্লে পর্য্যন্ত পড়ে—মিঃ সাবিত্রী রায় এক ক্যাসানেবেল কোয়ার্টারে নব্যশিক্ষিতা স্ত্রী মিসেস্ তারিণী রায় (সাবেকি নাম

বদলাতে পারেন-নি) এবং নভেলে হাবুডুবু, কবিত্বে ভরপূর একটি কন্যা বেবিকে (Baby) নিয়ে বাস করতেন।

হঠাৎ মিঃ রায়ের দাঁতে ব্যথা হোলো। সর্ব্ববিজ্ঞ ডাক্তার এসে দাঁতে যক্ষ্মারোগ

সাব্যস্ত করলেন ও তার বিধিব্যবস্থা করে চলে গেলেন। মিঃ রায় ঔষধ খেয়ে

যমরাজ দরবারে বসে বিচার করচেন, কিন্তু সহসা দেখা গেল সাবিত্রী রায়

নামে এক বিধবা স্ত্রীলোকের পরিবর্ত্তে ভুলে আমাদের মিঃ সাবিত্রী রায়কে নিয়ে এসেছে।

নিউ থিয়েটার্সের

রূপলেখা

শীঘ্রই আসিতেছে

একমাত্র কিউজ মিস্ত্র

ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, যেন ডাক্তারটিই হঠাৎ যমদূতে রূপান্তরিত হোয়ে তাঁকে নিয়ে যমরাজের দরবারে উপস্থিত করল।

নিউ থিয়েটার্সের

নবতম নিবেদন—

রূপলেখা

এ কথা মিসেস্ যমের কানে উঠতেই তিনি দরবারে এসে এ প্রকার গুরুতর ভুলের জন্য মহারাজকে নারীর বেশ পরিয়ে অন্দর মহলে পাঠিয়ে শাস্তি দিলেন। এবং তিনি নিজে বিচারাসনে বসে মিঃ রায়কে মুক্ত করে দিলেন।

মিঃ রায় তখন অতি কাতরকণ্ঠে মিসেস্ যমের নিকট তাঁর রাজত্বটা ঘুরে দেখ্বার জন্য অনুমতি চাইলেন।

নিউ সিনেমায়

দেখান হইতেছে

চণ্ডীদাস

(হিন্দী সংস্করণ)

অনুমতি নিয়ে যমদূতের সঙ্গে প্রথমে তিনি নরকে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি, মদ্যপায়ীদের, হতাশ প্রেমিকদের, রূপাজীবা ও কলির নবরত্নের পরিণাম দেখ্‌লেন।

তারপর স্বর্গ। সেখানে সব মুনি-ঋষিরা সকলে মিলে সুধাপানে বিভোর হোয়ে অবাধ প্রেমলীলায় মত্ত। মিঃ রায় মুগ্ধ হোয়ে সেখানে বসে পড়লেন। আর ফিরে যেতে চাইলেন না। তখন যমদূত রেগে তাকে শূন্যপথে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেল্‌লে।

এদিকে মিঃ রায়ের মৃতদেহ নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের অস্ত্রোপাচার গৃহে শবব্যাবচ্ছেদের ব্যবস্থা হচ্ছিল। এমনি সময় মিঃ রায় আকাশ থেকে গড়াতে গড়াতে এসে তাঁর পরিত্যক্ত দেহের মধ্যে প্রবেশ করলেন। শব নড়ে উঠ্‌ল। ডাক্তার ও ছাত্রছাত্রীরা ভয়ে পালিয়ে গেল।

গৃহে তখন মিঃ সাবিত্রী রায়ের বৃহৎ তৈলচিত্রের সাম্‌নে ধূপধূনো ও ফুল দিয়ে মিসেস্ রায় মনোবেদনা প্রকাশ কচ্ছিলেন। এমন সময় মিঃ রায় সশরীরে সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত সকলে ভূত বলে চীৎকার করে উঠ্‌ল!...

মিঃ রায়ের ঘুম ভেঙে গেল।...তারপর?...“এক্সকিউজ মি স্যর” !!!

সঙ্গীত

বেবী রায়—

সাগর নৃত্যে ঢেউয়ের দোলে
বনের হাওয়ায় মন ভোলালে।

বন্ধু—

আজ কেন বঁধু অধর কোনেতে
লুকালো হাসির রেখা,
শ্রীমুখ মাধুরী বেবী নিল হরি
পেনু দন্তশূলেরই দেখা।
ওগো বঁধুর অধর কোথা গেল।
আজ সকলি গরল ভেল।
বঁধুহে, ওগো দাঁতের গোড়ায় লাগিলে আগুন
বেচে থাকা বড় দাগা।

বেবী—

না না না ও গান গেও না
দাঁতের ব্যথা কি তুমি ত জাননা।

বন্ধু—

এইত চলিয়া যাই
আর না ফিরিয়া আইগো—
তুমি থাক চুপ শুয়ে
ব্যথা সারে কি সারে না।

সখা—

দণ্ডদাতার মুণ্ডু নীচু
দণ্ড ফেল দণ্ড ফেল !
কঙ্কনে হাত সাজবে ভালো
ঘোমটার আড়ে নয়ন মেলো।

নাকের তলার গোঁপের ঝড়ে
চালাও কুঠার কোদাল কাঁচি
নোলক নাকে সাজ্‌বে ভালো
হাস্যমুখে আমরা নাচি !

বিট্‌কেলে মুখ ঢাকবো এবার
পারিজাতের পরাগ ফাগে
লজ্জা সরম নাই কি যমের
মোদের বড়ই সরম জাগে ॥

অপ্সরীগণ—

মোরা নাচি গাই মোরা নাচি গাই
স্বরগে মরার ভয় নাই।
হেথা নাই কাঁটা নাই হুল,
তাই ছুটে যাই ;

মোরা পরাণে আগুন জ্বালি
নিমিষে নিভাই
মোরা নিমিষে নিভাই।

মিঃ স বিত্রি রায়—

দাদা আর কি ফেরা যায় ?
গিন্নীর কাছে মান অভিমান
আর পাওনাদারের দায়।
সেথায় আপন জনে মোরে ভালবাসে
যেমন বাবুরা সব মুরগী পোষে,
এমন মাইফেল ফেলে সখী যাই কেমনে
প্রাণ করে মোর হায় হায় !

মিসেস্ তারিণী রায় –

কোথা গেলে প্রিয় চক্ষে আজিকে—
দেখি যে সর্ষে ফুল।
নূতন ফ্যাসানে কে গড়ায়ে দেবে
আমার কর্ণ ফুল।

কেবা লয়ে য বে লেকের কিনারে
দোতালার বাসে তোমায় বিনারে
দেহ যে-আমার স্থূল।

বায়স্কোপ আজি না দেখে শুখায়
মনের মর্ম্মমূল।
(তুমি) গেছ ক্ষতি নাই, ফাঁকা চেক রেখে
করেছ কর্ম্ম ভুল।

34

THE NEW THEATRES LIMITED

PRINTED BY
KAMALA KANTA DALAL AT THE KANTIK PRESS